নাজাত প্রাপ্ত দলের আকীদাহ

বিভাগ/অধ্যায়ঃ প্রশ্ন এবং তাঁর উত্তরসমুহ

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ হাফেয বিন আহমাদ আল-হাকামী (রহঃ)

প্রশ্নঃ (৮১) কুরআনের প্রতি মুসলিম উম্মাতের করণীয় কী?

উত্তরঃ কুরআনের প্রতি মুসলিম উম্মতের করণীয় হল প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে কুরআনের অনুসরণ করা, কুরআনকে আঁকড়ে ধরা এবং তার হক আদায় করা। আল্লাহ তা’আলা বলেনঃ

وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا

“আর আমি এই কিতাব (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি, যা বরকতময়। সুতরাং তোমরা এটার অনুসরণ করে চল এবং ভয় কর”। (সূরা আনআমঃ ১৫৫) আল্লাহ তাআ’লা বলেনঃ

اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ

“তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে, তোমরা তার অনুসরণ কর। আর তোমরা আল্লাহ্কে ছেড়ে অন্য কোন আওলীয়ার (বন্ধুদের) অনুসরণ করো না”। (সূরা আ’রাফঃ ৩) আল্লাহ্ তাআ’লা আরও বলেনঃ

وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ إِنَّا لاَ نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ

“আর যারা কিতাবকে আঁকড়ে ধরে থাকে এবং নামায প্রতিষ্ঠা করে, নিশ্চয়ই আমি বিনষ্ট করব না সৎকর্মশীলদের কর্মফল”। (সূরা আ’রাফঃ ১৭০) এখানে সমস্ত আসমানী কিতাব উদ্দেশ্য। এ মর্মে আরো আয়াত রয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাই ওয়া সাল্লাম আল্লাহর কিতাবকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করার উপদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেনঃ

فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ

“তোমরা আল্লাহর কিতাবকে গ্রহণ কর এবং দৃঢ়ভাবে তা আঁকড়িয়ে ধর”।[1] আলী (রাঃ) অন্য এক মারফু হাদীছে বলেনঃ

أَلاَ إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتَنٌ فَقُلْتُ مَا الْمَخْرَجُ مِنْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ كِتَابُ اللَّهِ

“অচিরেই ফিতনার আগমণ ঘটবে। আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল! তা থেকে বাঁচার উপায় কি? তিনি বললেনঃ আল্লাহর কিতাব”।[2]

ফুটনোট

[1] সহীহ মুসলিম, অধ্যায়ঃ ফাযায়েলুস্ সাহাবাহ।

[2] - আহমাদ, দারেমী। ইমাম তিরমিযী হাদীছটি ফাযায়েলে কুরআনে উল্লেখ করে বলেনঃ হাদীছ এই সনদ

ব্যতীত অন্য কোন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে বলে আমার জানা নেই। ইমাম আলবানী (রহঃ) হাদীছটি যঈফুল জামেতে উল্লেখ করে বলেনঃ হাদীছটি খুবই দুর্বল, হাদীছ নং- ২০৮০।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=11895

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন